6/24/2020

Feasibility Study
on
"Coordinated Complex of Department of Public Libraries (DPL) and National Museum"

Department of Public Library - Library Building

Report Submitted To

Md. Mahabubur Rahman
Executive Engineer
Dhaka PWD Division-4
Executive Engineer Office
Public Works Department
Ministry of Housing and Public Works

Report Prepared By

Sustainable Research and Consultancy (SRC) Ltd.
H# 28, Level 2, Kawran Bazar, Dhaka-1215.
Mobile: +88 01711 459 532
Email: srcl.group.bd@gmail.com
Web Email: md@srclbd.com

Sustainable Research and Consultancy (SRC) Ltd.

Source: 23.06.2020/2407

Date: 24.06.2020

To

Md. Mahabubur Rahman
Executive Engineer
Dhaka PWD Division-4
Executive Engineer Office
Public Works Department
Ministry of Housing and Public Works
Peoples Republic of Bangladesh.

Subject: Submission of ***"Feasibility Study on Coordinated Complex of Department of Public Libraries (DPL) and National Museum" - Department of Public Library-Library Building"***.

Dear Sir,

According to letter source 23.07.2020/2407, the ***"Feasibility Study on Coordinated Complex of Department of Public Libraries (DPL) and National Museum" - Department of Public Library-Library Building"*** is submitted for your ready reference.

According to the Terms of Reference (ToR) all subjected matters are incorporated in this report. Please accept our submission and oblige thereby.

Sincerely Yours

Sustainable Research
and Consultancy (SRC) Ltd.

House # 28, Taz Mansion (2nd Floor)
Karwan Bazar, Dhaka- 1215, Bangladesh
Tel # +88 02 818 908 4
Fax # +88 02 818 903 4
Cell # +88 01711 459 532
Email: srcl.group.bd@gmail.com

Feasibility Study Team:

To conduct the feasibility study for this project one technical was working for full study development and implementation. The team was composed with structural engineering, electrical engineer, Environmental and Social Specialist, Economist and other supporting staffs. All of the members in this study team are educated, experienced and dedicated for this team work. The study team composition is here,

Sl. No.	Name	Qualification	Designation
1.	Engr. Sadequr Rahman	M. Sc. In WRD (BUET)	Sr. Structural Engineer
2.	Engr. Masud Islam	B. Sc. In Civil Engineering (SUST)	Structural Engineer
3.	Engr. Saiful Islam	B. Sc. In EEE (BUET)	Electrical Engineer
4.	Abu Jubayer	M. Sc. In WRD (BUET)	Environmental Specialist
5.	Md. Monowarul Islam	M. S. S. in Economics (DU)	Economic Evaluation Specialist
6.	Other Supporting staffs	Various	Various

সূচিপত্র

১. ভূমিকাঃ ১
২. পটভূমিঃ ১
৩. ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ ১
৪. প্রকল্পের রুপরেখাঃ ৩
৫. প্রকল্পের অবস্থানঃ ৬
৬. প্রকল্পের অবকাঠামোগত সম্ভাব্যতাঃ ৭
৭. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নঃ ৭
৭.১ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবঃ ৭
৭.২ প্রশমন ব্যবস্থাঃ ৭
৭.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ ৭
৮. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ ৮
৯. অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ ৮
১০. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ ৮
১১. উপসংহারঃ ৯
১১.১ কাঠামোগত রুপরেখাঃ ৯
১১.২ ভিত্তির ধরণ বিবেচনাঃ ৯
১১.৩ সামাজিক এবং পুনর্বাসনের প্রভাব বিবেচনাঃ ৯
১১.৪ পরিবেশগত দিক বিবেচনাঃ ৯
১১.৫ অর্থনৈতিক ন্যায়সঙ্গতাঃ ৯
১২. মতামত ও সুপারিশঃ ৯
পরিশিষ্টঃ ১০-৪০

১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সর্বসাধারণকে তা প্রদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বিশেষতঃ সরকারি উদ্যোগে কিংবা অন্যান্য গবেষণার ফলে আবিস্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি-পূর্ব ও সৃষ্টি-পরবর্তী ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে অবকাঠামেসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্থাৎ জাতীয় জাদুঘরের বিদ্যমান ভবন নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণের স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান ভবনের অভ্যন্তরীণ গ্যালারি ও মিলনায়তনের পুনর্বিন্যাস করা একান্তভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া দেশ ও জাতির দর্পণ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বহিরাংগনের নান্দনিকতা ও বৃদ্ধি করা ও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

২. পটভূমিঃ

জাতীয় জাদুঘর প্রকল্পটি ১৯৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়। ড. এনামুল হক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হোন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনটি ৪র্থ তলা বিশিষ্ট যার তলার মোট ক্ষেত্রফল ২০.২১১৬ বর্গফুট। ১৯১৩ সালে একটি কক্ষ থেকে শুরু করা সংগ্রহশালাটি আজ দক্ষিন এশিয়ার বৃহত্তম জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এই চারতলা বিশিষ্ট অবকাঠামোতে অফিসসহ ২টি অডিটরিয়াম, ১টি অস্থায়ী প্রদর্শনী হল, ১৫টি নিদর্শন সৌধ ও অন্যান্য স্টোর, ল্যাবরেটরিসহ ৪৫টি গ্যালারি রয়েছে। গ্যালারিগুলোতে প্রায় ৫,০০০ নিদর্শন দর্শকদের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে। বাকি নির্শনগুলো প্রদর্শনের জায়গার স্বল্পতার কারনে স্টোরে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এছাড়া স্টোরগুলো অনেক দিনের পুরাতন হওয়ায় বিরুপ পরিবেশের কারনে নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন নিম্নে প্রায় ৩০০০ হাজার দর্শক জাদুঘর পরিদর্শনে আসে যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। কোনও কোনও বিশেষ দিনে এই দর্শক সংখ্যা ০৫ থেকে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। জাদুঘরের প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিন দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রায় ৯৫,০০০ নিদর্শন রয়েছে। অপর্যাপ্ত গ্যালারির কারনে মহামূল্যবান নিদের্শন সমূহ প্রদর্শন করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের জন্য বিদ্যমান ভবনের অভ্যন্তরীন গ্যালারি ও মিলনায়তনের সম্প্রসারণ এবং নতুন ভবন নির্মাণ করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

৩. ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরের বর্তমান ভবনটি সংস্কার বা আধুনিকায়ন করার জন্য গত পয়ত্রিশ বছরে কোনরুপ সামগ্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সাময়িকভাবে সমাধান করা হয়েছে। ফলে জাদুঘরের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ও জাদুঘরে জনবল সংখ্যা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ঐ তুলনায় কোন নতুন অফিস/প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৭টি শাখা জাদুঘর চালু রয়েছে। এছাড়াও আরো নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। জাদুঘরের কর্ম-পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাদুঘরের প্রধান ভবন থেকে অফিস, নিদর্শন স্টোর, অডিটরিয়ামগুলো প্রস্তাবিত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হলে জাদুঘরের গ্যালারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এতে সংরক্ষিত নির্দশনগুলো প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। ফলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আরো ব্যপক পরিসরে ও দৃষ্টনন্দনভাবে প্রদর্শন করার সুযোগ তৈরি হবে এবং জাদুঘরের প্রশাসনিক কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ভবনের স্থাপত্য নক্শা প্রণায়নের জন্য ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট, বাংলাদেশ (IAB) এর সাথে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করা হয়। সমঝোতাপত্রের আলোকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা আহবান করে প্রাপ্ত নক্শাসমূহ হতে জুরি বোর্ডের মাধ্যমে প্রথম,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অদিকারী নক্শা নির্বাচন করা হয়। অতঃপর প্রথম নির্বাচিত নক্শাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কিছু পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমার্জন শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত নক্শা অনুমোদন হলে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ব্যয়-প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। নির্মাণ কাজের ব্যয়-প্রাক্কলন ও আধুনিক সুবিধাদি অন্তর্ভূক্ত করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথক ডিপিপি প্রস্তাব তৈরির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন তিনটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার আলোকে সিদ্ধান্তকৃত দু'টি প্রকল্পের একটিতে থাকবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং অন্যটিতে থাকবে জাতীয় জাদুঘর ভবন নির্মাণের সংস্থান। চূড়ান্তকৃত নকশা অনুযায়ী ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৪. প্রকল্পের রুপরেখাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এমটিবিএফ সংক্রান্ত তথ্যাদি

১. মন্ত্রণালয় / বিভাগের নাম : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২. MTBF-এর আওতায় উন্নয়ন খাতে আগামী তিন বছরের মোট প্রক্ষেপণ (কোটি টাকায়) :

	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
অর্থবছর	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
উন্নয়ন	২২০.৮৬	২৩৬.৩২	২৫২.৮৬

৩. MTBF-এর আওতায় তিন অর্থবছরের (২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩) মোট উন্নয়ন বাজেট সিলিং : ৭১০.০৪ কোটি টাকা।

৪. ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সিলিং-এর মধ্যে উন্নয়ন খাতের অর্থের পরিমাণ : ২২০.৮৬ কোটি টাকা।

৫. চলমান মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১২টি।

৬. চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে (২০২০-২১) অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ : ২১২.৬৮ কোটি টাকা।

৭. প্রস্তাবিত (২০২০-২১) অর্থবছরে সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্পের সংখ্যা : ০৪টি।

৮. প্রস্তাবিত (২০২০-২১) অর্থবছরে সমাপ্তিযোগ্য প্রকল্পের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ : অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন নেই।

৯. প্রস্তাবিত (২০২০-২১) অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ : উন্নয়ন খাতে থোক বরাদ্দ ৭.০১ কোটি টাকা।

১০. প্রস্তাবিত (২০২০-২১) অর্থবছরে অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে প্রেরিত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ : পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন ৪টি প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য প্রয়োজন ৬ কোটি টাকা।

১১. বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের চাহিদা : বিবেচ্য 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরে এক কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

১২. MTBF-এর আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে কি না ? : প্রস্তাবিত 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত খাত থেকে সংস্থান করা যাবে।

২৩/০৬/২০২০

উপপ্রধান
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোঃ শামীম খান
উপপ্রধান
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পের জন্য)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম : 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ'
'Construction of Multi-storied Building of the Department of Public Libraries'

২. ২.১. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২.২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর(ভৌত নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করবে)।

২.৩. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা (সুবিধাভোগীসহ) (বুলেট আকারে লিখতে হবে। পরিমাণ এবং/অথবা শতকরা হারে উল্লেখ করতে হবে) :

১. বহুবিধ সুবিধাদি সম্বলিত আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগতভাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়কে আন্তার্জাতিক মানে উন্নীত করা।
২. অবকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে পাঠক, গবেষক, তথ্য আহরণকারী ব্যক্তিবর্গসহ সর্বসাধারণের কাছে গণগ্রন্থাগারের ভূমিকাকে আরও অধিক আকর্ষণীয় ও কার্যপোযোগী করে তোলা।
৩. ঢাকাস্থ কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের সামগ্রিক সেবাদানের পরিধি ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা।
৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সকল জনবল ও কার্যক্রমকে এ ভবনে সংস্থাপনসহ দেশের সকল সরকারি গণগ্রন্থাগারের যাবতীয় কর্মকান্ড-কে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়সাধন করা।

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : : ক) প্রারম্ভের তারিখ: জুলাই, ২০২০
খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৪

৫. ৫.১. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
মোট : ৫৩৩৪৭.২৯ লক্ষ টাকা
জিওবি : ৫৩৩৪৭.২৯ লক্ষ টাকা
নিজস্ব অর্থ : -
অন্যান্য : -

৫.২. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ) (উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক) : প্রযোজ্য নয়।

৬. অর্থায়নের ধরন :

৬.১. অর্থায়নের ধরন ও উৎস : (লক্ষ টাকায়)

উৎস / ধরন	জিওবি (এফ.ই)৫৬	পি.এ (আর.পি.এ)	অন্যান্য উৎস (উল্লেখ করতে হবে)
১	২	৩	৪
ঋণ	-	-	-
অনুদান	৫৩৩৪৭.২৯	-	-
ইক্যুইটি	-	-	-
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	-	-	-
মোট =	৫৩৩৪৭.২৯	-	-

৬.২. বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	সংস্থার নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫
২০২০-২১	৯৬৫.৯৮	-	-	৯৬৫.৯৮
২০২১-২২	১১১১৩.০৬	-	-	১১১১৩.০৬
২০২২-২৩	১২৩৪২.৩৮	-	-	১২৩৪২.৩৮
২০২৩-২৪	২৮৯২৫.৮৭	-	-	২৮৯২৫.৮৭
মোট =	৫৩৩৪৭.২৯	-	-	৫৩৩৪৭.২৯

১৫.২ ফলাফল (Outcomes) : প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন হলে দেশব্যাপী পরিচালিত গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সদর দপ্তরের পরিচালন, তদারকি, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ-ও বাস্তবায়ন এবং সেবা-কার্যক্রম ব্যবস্থা উন্নয়নে সক্ষমতা ও সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বৃহৎ পরিসরের নতুন ভবনে একদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে, অন্যদিকে বর্ধিত সংখ্যার গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী এবং পাঠসামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান সম্ভব হবে। দৃষ্টিনন্দন ভবনটি দেশী-বিদেশী পর্যটকদেরও আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদির নিয়মিত আয়োজন এবং এ সকল অনুষ্ঠানে অধিক মানুষের অংশগ্রহণ জ্ঞানভিত্তিক মননশীল সমাজ গঠনে অবদান রাখবে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারকে মানুষের কাছে অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত করে তুলবে। দেশব্যাপী সরকারী-বেসরকারি গণগ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য উন্নত সুবিধা-সম্বলিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার-সেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রীর উপযুক্ত বিন্যাস মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলবে। এছাড়া ক্যাফেটেরিয়া, পাবলিক স্পেস প্রভৃতি স্থানে সাধারণ মানুষের অব্যাহত সমাগম তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বৃদ্ধি ঘটবে।

১৫.৩ প্রকল্পের আউটপুট (Outputs of the project) : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ৫৬১৩৮.৭০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ১১ তলা ভবনে ৭৯০০ বর্গমিটার অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ৮৩৬৩ বর্গমিটার সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ৪৩৫৯ বর্গমিটার আয়তনের মিলনায়তন ও সেমিনার হল, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা এবং ৪৬৩ বর্গফুট আয়তনের জনসমাগম স্থান নির্মাণ করা হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং বই ও পাঠসামগ্রী সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হবে এবং আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা প্রদান করা হবে।

অধিক সংখ্যক ব্যবহারকারী গ্রন্থাগারসেবা গ্রহণ করবে যা জ্ঞানভিত্তিক মননশীল সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে পাঠকদের মধ্যে যারা চাকুরিভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের সফলতা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবসা সংক্রান্ত বই ও তথ্যের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে যা মননশীলতা বিকাশের সাথে সাথে জঙ্গীবাদ, মাদকাসক্তি, হতাশার মতো সামাজিক সমস্যা কমিয়ে আনবে।

নারীদের জন্য বিশেষ কর্নার সুষ্ঠু পরিবেশে নারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে মননশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটবে।

সিনিয়র সিটিজেন কর্নারের মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠদের অবসর কাটানো ও বিনোদনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠবে গ্রন্থাগার।

১৫.৪ কার্যাবলী : **ক) জনবল নিয়োগ :** প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে গ্রন্থাগার সেবা সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও পরিচালনা এবং স্থাপনাসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে এ পর্যায়ে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও সামষ্টিক অর্থনীতি)-এর সভাপতিত্বে নতুন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে (পরিশিষ্ট-ঠ, পৃষ্ঠা: ৯৭-৯৮ দ্র:) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রেষনে ও আউটসোসিং-এর মাধ্যমে নিম্নোলিখিত ১৪ (চৌদ্দ) জন জনবল নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে :

১. প্রকল্প পরিচালক, গ্রেড-০৩/০৪	-	০১ জন (প্রেষণে)
২. উপপ্রকল্প পরিচালক, গ্রেড-০৫	-	০১ জন (প্রেষণে)
৩. সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত ও ইলেকট্রিক্যাল)	-	০২ জন (প্রেষণে)
৪. হিসাবরক্ষক, গ্রেড-১৩	-	০১ জন (প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্ব))
৫. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, গ্রেড-১৬	-	০২ জন (আউটসোর্সিং)
৬. গাড়ীচালক, গ্রেড-১৬	-	০৪ জন (আউটসোর্সিং)
৭. অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০	-	০৩ জন (আউটসোর্সিং)
	সর্বমোট -	১৪ (চৌদ্দ)জন

উল্লিখিত জনবলের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয় মিটানোর জন্য ১৯২.৬২ লক্ষ টাকা এবং আউট-সোর্সিং বাবদ ৭১.৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের জনবলের নিয়োগ পদ্ধতি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পরিশিষ্ট -ঢ, পৃষ্ঠা: ৯৯ দ্র.।

খ) সরবরাহ ও সেবা :

১. পুস্তক ও পাঠসামগ্রী ক্রয় : ঐতিহ্যগতভাবেই একটি গ্রন্থাগারের মূল ও প্রধানতম উপকরণ হচ্ছে বই। বই ও জার্নালের পাশাপাশি ই-বুক ও ই-জার্নাল বর্তমানে গ্রন্থাগারের শোভা বৃদ্ধিকারী আধুনিকতম উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ লক্ষ্য সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এর জন্য বই, জার্নাল,

পৃষ্ঠা - ৭

৫. প্রকল্পের অবস্থানঃ

প্রকল্পটি ঢাকা জেলার শাহবাগ থানার অর্ন্তগত শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সন্নিকটে অবস্থিত। প্রকল্পটির সঠিক অবস্থান ২৩°৪৪.২৫` উঃ এবং ৯০°২৩.৬৭` পূঃ।

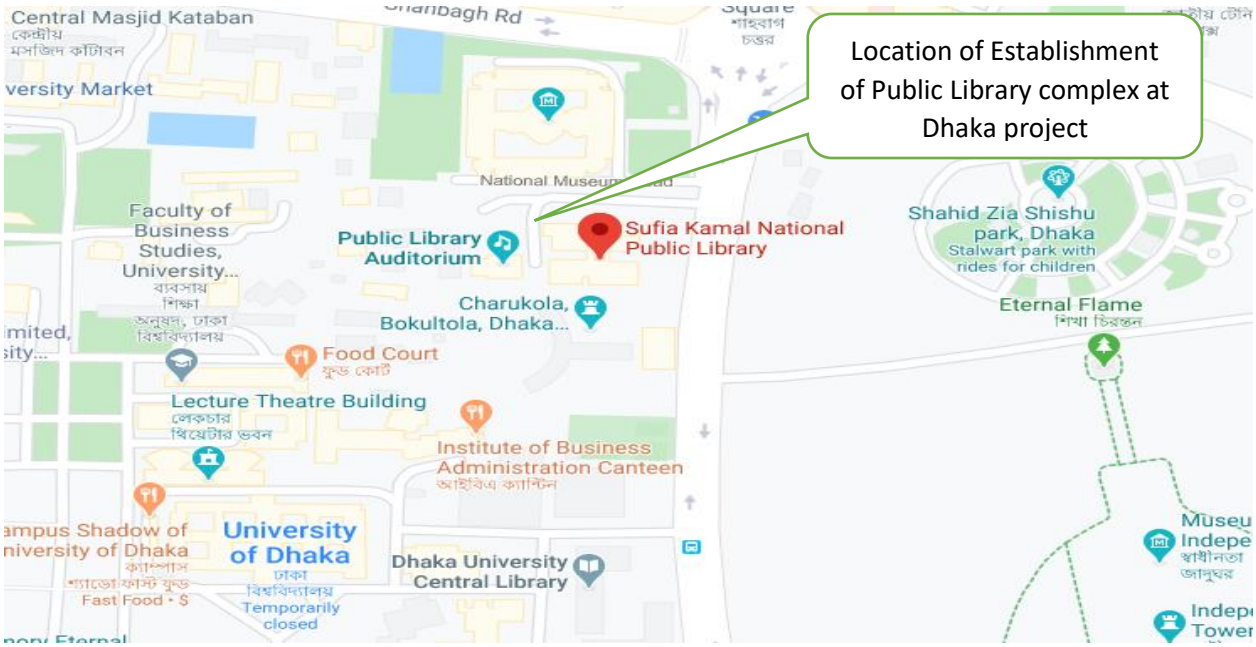

ফটোঃ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা

৬. প্রকল্পের অবকাঠামোগত সম্ভাব্যতাঃ

প্রকল্পটি ১:১.২৫:২.৫ কংক্রিট সহ একটি অনাবাসিক, বিশেষ শ্রেণীর আরসিসি (RCC) ফ্রেম ষ্ট্রাকচারে নির্মিত হবে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত পর্যায় ২টি বেজমেন্টসহ ১১তলা ভবনে পরিণত হবে। প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত নির্মাণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপ:

Building Type	:	Non-Residential
Building Category	:	Special
Type of Structure	:	RCC Frame Structure with 1:1.25:2.5 Concrete (Stone Chips)
Foundation For	:	11-Storey (including 2-Basement)
Foundation Type	:	Pile Foundation
Basis of Estimate	:	PWD Schedule of Rates and Market Price
To Be Constructed	:	11-Storey (including 2-Basement)
Plinth Area	:	604277.00 Sft / 56138.70 Sqm

জাতীয় জাদুঘর এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সমন্বিত কমপ্লেক্সের প্রযুক্তিগত এবং অবকাঠমোগত নকশা কাঠামোগতভাবে নিরাপদ এবং প্রযুক্তিগতভাবে সুরক্ষিত (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে বাস্তবায়িত হবে যার কারণে ভূমি অধিগ্রহণ সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে কোন সমস্যা হবে না। বর্তমানে উক্ত প্রকল্প এলাকায় আরো কয়েকটি মেগা বিল্ডিং প্রকল্প রয়েছে। যার কারণে এই নতুন ভবনটি অত্র অঞ্চলে একটি নিরাপদ কাঠামো হিসেবে পরিলক্ষিত হবে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

৭. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নঃ

৭.১ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবঃ

প্রকল্প নির্মাণের সময় প্রধানত বায়ু মান ভৌত পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবসমূহের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে। নির্মাণ পরবর্তী কার্যক্রমের সময় বায়ু মানের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলি যানবাহনের নিষ্কাশন নির্গমনকারী দূষিত পদার্থ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে বায়ূ স্বল্প আকারে দূষিত হতে পারে। নির্মাণ কাজের সময় শব্দ স্তরের উপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। গাছপালা কেটে ফেলার কারণে জৈবিক পরিবেশের উপরও কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে।

৭.২ প্রশমন ব্যবস্থাঃ

শুস্ক মৌসুমে কাজের পরিধি কমাতে হবে। ধূলিকণার ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত পানি ছিটাতে হবে এবং শব্দ দূষণ কমাতে যথাসম্ভব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। সাইট পরিদর্শন, নির্মাণ ক্যাম্পের সামগ্রিক অবস্থা, ভূউপরিস্থ পানির মান, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে ইট, বিটুমিন ও সিমেন্ট সুবিধা তদারকি, শব্দ ও কম্পন যাচাই এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়াদি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৭.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ

প্রকল্প বিনির্মাণ এবং পরিচালনা পর্যায়ে কোনরকম বিরুপ প্রভাব এড়াতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা প্রকল্পের পরিবেশগত বিধান এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য প্রভাবগুলি স্বল্প-মেয়াদি এবং গৌণ প্রকৃতির। প্রস্তাবিত প্রশমন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত প্রতিকূল প্রভাবগুলি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস বা দূরিভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পরিবেশগত সুবিধার দিক থেকে প্রকল্পটির প্রস্তাবিত অবস্থান গ্রহণযোগ্য।

৮. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

প্রকল্পের দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব এবং পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান, পরিষেবা এবং প্রকল্প কাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে রুটিন মাফিক পরিদর্শন, দু'বছর পর সাধারণ পরিদর্শন এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মূখ্য তদারকি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৯. অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ

এই ভিত্তি প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় হবে ৪৫১২৩.৯৭ লক্ষ টাকা মাত্র। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৪টি সেগমেন্টে বাস্তবায়িত হবে। সেগমেন্টগুলো নিম্নরুপ:

Abstract of Cost

Sl No.	Description of Items	Unit	Area (Sqm)	Estimated Cost in Taka
01	Construction of Library Building	Sqm	66571.72	Tk 3409210075.94
02	Residential Building	Sqm	1687.21	Tk 69401665.67
03	Under Ground Water Reservoir	Gal	100000	Tk 7700000.00
04	Sinking of 6-inch deep Tube Well	Job	1.00	Tk 9302042.06
05	External Electrification	Job	27.00	Tk 66930000.00
06	Steel Structure Building	Sqm	5273.13	Tk 175956000.00
07	Approach Road	Sqm	929.02	Tk 2554812.34
08	Construction of Compound Drain	Rm	273.59	Tk 1335409.47
09	Construction of Boundary Wall	Rm	502.90	Tk 14013651.03
10	Construction of Guard Shed	Job	1.00	Tk 500000.00
11	Supplying of Furniture	Nos	5499.00	Tk 147479630.00
12	Soil Investigation	Job	1.00	Tk 2500000.00
13	Testing of Materials	Job	1.00	Tk 1000000.00
14	Arboriculture/Land Scaping	Job	1.00	Tk 5000000.00
Grand Total				**Tk 4513297272.53**
In Words: Forty Five Thousand One Hundred Thirty Two Point Nine Seven Lac only				

প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে পৌছাঁতে লাভ-ক্ষতির তুলনা এবং মোট বর্তমান মূল্য, লাভ-ক্ষতি অনুপাত, ও আভ্যন্তরীণ ফেরতের হার খুঁজে বের করা হয়েছে। সকল ফাইল সংযুক্ত করা হল (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

১০. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি প্রাক্কলন ও অভিক্ষেপের উপর নির্ভর করে। বাস্তবে এটি প্রকৃত ব্যয় এবং উপলভ্য সুবিধার সাথে পরিবর্তীত হতে পারে। প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনপূর্বক প্রতিটি বিকল্প পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

১১. উপসংহারঃ

১১.১ কাঠামোগত রুপরেখাঃ

কাঠামোগত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় এই যৌথ ভবনটি নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় মানদণ্ড অনুসারে নির্মিত হবে বলে বিবেচিত (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

১১.২ ভিত্তির ধরণ বিবেচনাঃ

এই ভবনের ভিত্তি কাঠামোগত কার্যক্রম এবং বিভিন্ন নকশাগত দিক সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি নিতে যথেষ্ট সক্ষম। নকশা অনুসারে ভবনের প্রকল্প কার্যক্রম আরো অধিকতর মাত্রায় প্রকৌশল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। ভবনের ভিতরের নকশা যথেষ্ঠ যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানের যা দর্শনার্থী, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও আরামদায়ক (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

১১.৩ সামাজিক এবং পুনর্বাসনের প্রভাব বিবেচনাঃ

বর্তমান অবস্থা এবং অত্র বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভাষ্য বিবেচনায় এখানে সামাজিক এবং পুনর্বাসনমূলক কোন প্রভাব বিদ্যমান নেই। প্রকল্পটি অত্র বিভাগের নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য কোন পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

১১.৪ পরিবেশগত দিক বিবেচনাঃ

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব, প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট প্রশমন ও পর্যবেক্ষণমূলক পদক্ষেপ এবং উদ্ভূত সুবিধাদির উপর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রস্তাবিত স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা পার্শ্ববর্তী পরিবেশের গুণগতমান এবং বিদ্যমান সম্পদের উপর কোন বিরুপ প্রভাব ফেলবে না।

১১.৫ অর্থনৈতিক ন্যায়সঙ্গতাঃ

প্রস্তাবিত মূল্যায়িত সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মানদণ্ডে করা অর্থনেতিক বিশ্লেষণ থেকে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি অর্থনেতিকভাবে টেকসই এবং বিনিয়োগ অত্যন্ত ন্যয়সঙ্গত।

১২. মতামত ও সুপারিশঃ

ক. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার, পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট মূল্যবান নিদর্শনসমূহের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, অপরদিকে সর্ব সাধারণকে তা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীগণ বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ পাবে।

খ. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায় বিস্তৃত সরকারি ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, তদারকি, উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ অনলাইন গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে এবং নেশামুক্ত, জঙ্গিবাদমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

গ. প্রস্তাবিত প্রকল্প দু'টি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এ তিনটি প্রতিষ্ঠান একই সংস্কৃতি বলয়ের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপকতর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

পরিশিষ্টঃ

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-৩